মেহেরপুরে নানা আয়োজনে পালিত হচ্ছে বিজয় দিবস

বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর সার্কিট হাউজ প্রাঙ্গণে ৫০ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসের সূচনা হয়। মেহেরপুর স্টেডিয়ামে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান জাতীয় সংগীতের তালে তালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এ সময় সেখানে কুচকাওয়াজ ও শরীরচর্চা প্রদর্শন করা হয়।
মহান বিজয় দিবস প্যারেডে গ্রহণ করে বাংলাদেশ পুলিশ, জেল পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস, আনসার ও ভিডিপি, বিএনসিসি সরকারি কলেজ, বিএনসিসি সরকারি মহিলা কলেজ, বিএনসিসি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, রোভার স্কাউট মেহেরপুর সরকারি কলেজ,সরকারি মহিলা কলেজ রোভার দল, মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় এন্ড বিএম কলেজ, সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, স্কাউট সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, সরকারি শিশু পরিবার।

এছাড়াও মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, এ এল এম জিয়াউল হক ফ্রেন্ডস ফাউন্ডেশন, কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল, মেহেরপুর মহিলা দাখিল মাদ্রাসা, মেহেরপুর দারুল উলুম আহমদিয়া মাদ্রাসা, জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ সহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মহড়ায় অংশগ্রহণ করেন।
এ সময় জেলা প্রশাসক ড.মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান প্যারেড পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন।
এ সময় জেলা প্রশাসক ড.মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান শান্তির প্রতীক পায়রা ও বেলুন ওড়ান এবং মেহেরপুর বাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। পরে সেখানে মনোজ্ঞ শরীরচর্চা প্রদর্শন ও বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এই কুচকাওয়াজে ক গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকার করে মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের বিএম কলেজ। শরীরচর্চা প্রদর্শনী ক গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকার করে সরকারি শিশু পরিবার। পরে জেলা প্রশাসক ড.মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।
এ সময় পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম, জেলা ও দায়রা জজ মোঃ ওয়ালীউর রহমান, মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসূল, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মৃধা মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিংকন বিশ্বাস, অতিরিক্ত জেলা

ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল হুদা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম, অপু সারোয়ার, পিপি পল্লব ভট্টাচার্য, জেলা কমান্ড্যান্ট আনসার ও ভিডিপি রাকিবুল ইসলাম, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম,জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, সদর থানার ওসি শাহা দারা সহ সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

জীবননগরে ১৬ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালিত

জীবননগরে ১৬ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালিত হয়েছে।বৃহসপ্রুতবার সকাল ৮টার সময় জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে জীবননগর থানা মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, সমাবেশ, কুচকাওয়াজ, শরীরচর্চা প্রদর্শন ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা-২আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর।বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান, জীবননগর পৌর মেয়র রফিকুল ইসলাম,জীবননগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি গোলাম মোর্তুজা,ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক নজরুল ইসলাম,জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী,বীর মুক্তিযোদ্ধা,নিমাজ উদ্দিন,দলিল উদ্দিন,সাইদুর রহমান,জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)আব্দুল খালেক, জীবননগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম আর বাবু, জীবননগর সাংবাদিক সমিতির সভাপতি জাহিদ বাবু, জীবননগর পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি মুন্সি নাসির উদ্দিন,সাধারন সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, জীবননগর পৌর যুবলীগের সভাপতি শাহ আলম শরিফুল ইসলাম ছোট বাবু, সাধারন সম্পাদক মজিবার

রহমান প্রমুখ উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন উপজেলা একাডেমি সুপার ভাইজার সৈয়দ আব্দুল জব্বার, উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার, ইউআরসি জামাল হোসেন।

গাংনীতে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে সংর্বনা প্রদান

মেহেরপুরের গাংনীতে বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে সংবর্ধনা দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার সময় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের সামনে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানমের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক,গাংনী পেীর মেয়র আহমেদ আলী,সাবেক সংসদ সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন,সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মুন্তাজ আলী। এসময় উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহনকারী বীর মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধের নানা স্মৃতিচারণা উল্লেক করে বক্তব্য রাখেন।

মেহেরপুরে বিজয় দিবস উপলক্ষে জেলা বিএনপির শ্রদ্ধাঞ্জলি

মেহেরপুরে বিজয় দিবস উপলক্ষে জেলা বিএনপি’র শহীদ স্মৃতিসৌধে পুস্পমাল্য অর্পণ এবং পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে।বৃহস্পতিবার সকাল

১০ টার দিকে জেলা বিএনপি’র উদ্যোগে মেহেরপুর কলেজ মোড়ে অবস্থিত শহীদ স্মৃতিসৌধ শহীদদের প্রতি সম্মান জানিয়ে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে পুস্পমাল্য অর্পণ করা হয়।এসময় উপস্থিত ছিলেন, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, সাবেক সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, ইলিয়াস হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আমিরুল ইসলাম,সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম সহ জেলা বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

এর আগে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র কার্যালয় থেকে শহীদ স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত একটি পদযাত্রা বের করা হয়।

কোটচাঁদপুরে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা মফিজুর রহমান স্মরণে দোয়া ও আলোচনা সভা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা মফিজুর রহমান স্মরণে দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গতকাল বুধবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার সাফদারপুরে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা মফিজুর রহমানের মাজারে পুষ্পস্তর্বক অর্পণ ও বীর এই শহীদের প্রতি সম্মান জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখায় পাক হানাদার বাহিনীর হাতে নির্মম ভাবে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা মফিজুর রহমানের রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া করা হয়। পরে মফিজুর রহমান স্মৃতি মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য এ্যাড. শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল। বিশেষ অতিথি ছিলেন, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপজেলা আ.লীগ সভাপতি

শরিফুন্নেছা মিকি, উপজেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাহাজান আলী, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাদিয়া আক্তার পিংকি, থানার অফিসার ইন্চার্জ মঈন উদ্দিন ও সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার তাজুল ইসলাম। এসময় মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া উপজেলার বিভিন্ন এলাকার সম্মুখ যোদ্ধারা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ

মেহেরপুরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল বুধবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে সদর উপজেলার নবগঠিত বারাদি ইউনিয়নের রাজনগর গ্রামে প্রাইমারি স্কুল মাঠ প্রঙ্গণে কম্বল বিতরণ ও শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত।
৪ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য আরমান আলীর নিজ অর্থায়নে ২২ শত পরিবারের মাঝে শীতার্ত কম্বল বিতরণ করেন।
১৫টি গ্রামের ২২শ পরিবারের মাঝে শীত বস্ত্র কম্বল বিতরণ করা হয়। এছাড়াও তিনি করোনাকালীন সময়ে নিজ অর্থায়নে গরীব অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ, দরিদ্র শীতার্থ পরিবারের কম্বল বিতরণ, নগত টাকা বিতরণ, ঈদ পূর্ব মুহূর্তে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী বিতরণসহ বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ করে চলেছেন।
আসন্ন নবগঠিত বারাদি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন প্রত্যাশী আরমান আলী সকলের নিকট দোয়া কামনা করেছেন।
এসময় ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খাকছার আলী, আওয়ামী লীগ নেতা কাউছারে আলী, আজমত আলী আব্দুল হামিদ, জেলেহার মন্ডল, ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি মামুনুর রশিদ, যুবলীগ নেতা ফারুক হোসেন, জাসুদ আলী, সবদারসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের কলাইডাঙ্গায় ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর টিকা প্রদান কার্যক্রম

মেহেরপুর সদরের কলাইডাঙ্গা গ্রামে বেসরকারী সংস্থা ওয়েভ ফাউন্ডেশনের আয়োজনে গবাদি পশুকে রোগমুক্ত রাখতে দিনব্যাপী টিকা প্রদান করা হয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল খেকে কলাইডাঙ্গা গ্রামে শত শত গরু ও ছাগলকে ক্ষুরা রোগ ও পিপিআর এর টিকা প্রদান করা হয়।

প্রকল্প ম্যানেজার হাসান আল শরীফ বলেন, প্রতিবছর আমাদের দেশে বিপুল সংখ্যক গবাদী পশু ক্ষুরা ও পিপিআর রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। বিগত ছয় বছর যাবত এ প্রকল্পের আওতায় ওয়েভ ফাউন্ডেশন বিনামূল্যে ক্ষুরা ও পিপিআর রোগের টিকা প্রদান করে আসছে। টিকা দেয়ার ফলে বর্তমানে গবাদী পশুর মৃত্যুহার অনেক কম।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ওয়েভ ফাউন্ডেশন বারাদী শাখার ব্যবস্থাপক লিটন হোসেন, টেকনিক্যাল উজ্জল হোসেন (প্যারাভেট শীপ ফার্ম), এলএসটি আবুল হোসেন ও মফিজুল ইসলাম।

” বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ” গানে পরাগ বিশ্বাসসহ ৬ কন্ঠশিল্পী

তরুণ প্রজন্মের প্রতিভাবান কন্ঠশিল্পী পরাগ বিশ্বাসসহ বিউটি,সালমা,এসকে সানু,মোহনা ও মাহতিম শাকিবের কন্ঠে” বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ” শীর্ষক দেশাত্মক বোধক সঙ্গীত গত ১৪ ডিসেম্বর রিলিজ হয়েছে। কাতার র্প্রবাসি ব্যবসায়ী, প্রযোজক ও গীতিকার জসীম উদ্দিন আকাশের কথায় “বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ ” শীর্ষক গানটি ইউ২৯

সঁষঃরসবফরধ ইউটিউব চ্যানেলে মুক্তি পেয়েছে।
গানটি সুর করেছেন এসকে সানু, সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন ৪ জন, পরাগ বিশ্বাস, রফিকুল ইসলাম ফরহাদ, রোহান রাজ, এ এইচ তূর্য ।
গীতিকার জসীম উদ্দিন আকাশ বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে গান লিখতে গেলে কলমের কালি শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু বঙ্গবন্ধুর অবদানের কথা লিখে শেষ করা যাবেনা। নিজের ক্ষুদ্র চেষ্টা থেকে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গানটা লেখেছি। আশা করি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সকলের ভালো লাগবে।
আলমডাঙ্গার ছেলে তরুণ সঙ্গীত পরিচালক পরাগ বিশ্বাস জানান, ছেলেবেলায় আমি যাদের গান শুনে বড় হয়েছি, তাদের সাথে গান গাইতে পেরে ও তাদের সঙ্গীত পরিচালনা করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আশা করি গানটি ভালো লাগবে।

বঙ্গবন্ধু সবার, বঙ্গবন্ধু নির্জনা’র

“আই উইল স্যাক্রিফাইস মাই লাইফ, ইফ নেসাসারি টু এলিমিনেট অল দ্যা ইণ্ডাস্ট্রিজ এণ্ড এক্সপ্লয়টেশন ফ্রম আওয়ার কান্ট্রি, মাই গ্রেটেস্ট স্ট্রেন্থ ইজ দ্যা লাভ ফর মাই পিপল এণ্ড মাই গ্রেটেস্ট উইকনেস ইজ দ্যাট আই লাভ দেম টু মাচ” সাংবাদিক ডেভিট ফ্রস্টের কাছে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে বলেছিলেন মহানয়ক, আমার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এভাবেই বক্তব্য শুরু করে মন জয় করে নিলেন বিচারকদের। ৩ মিনিটের দেওয়া বক্তব্য বিচারকরা শুনলেন মন্ত্রমুগ্ধের মত। অবশেষে বিচারকদের দেওয়া রায়ে তিনিই হলেন সেরাদের সেরা বক্তা। বলছি সেরা বক্তা মেহেরপুরের কৃতি সন্তান ফাতেমা নির্জনার কথা।
সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত ‘আমার বঙ্গবন্ধু’ শীর্ষক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন অফ দ্যা চ্যাম্পিয়ন্স হয়েছেন মেহেরপুর এর ফাতেমা ফারজানা নির্জনা। প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮টি হলে এই প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়। সেখান থেকে প্রথম স্থান অধিকারীরা পরবর্তীতে ফাইনাল অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ পায়। বাংলাদেশ কুয়েত- মৈত্রী

হলের পক্ষ থেকে প্রথম স্থান অধিকারী নির্জনা ফাইনাল অংশ নেন। গত ১১ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুহসীন হলের মাঠে ‘আমার বঙ্গবন্ধু’ শীর্ষক প্রতিযোগীতার ফাইনাল রাউন্ড অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. দীপুমনি।
সভাপতিত্ব করেন হা-মীম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ.কে.আজাদ এবং অনুষ্ঠানের সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন মুজিব শতবর্ষ উদযাপন কমিটির সদস্য-সচিব সুভাষ সিংহ রায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামলীগ উচ্চস্থানীয় নেতৃবর্গ। সকলের উপস্থিতিতে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে- প্রতিযোগিতায় ১৭টি হলকে পিছনে ফেলে চ্যাম্পিয়ন অফ দা চ্যাম্পিয়ন্স হয় নির্জনা। সে বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলের আবাসিক শিক্ষার্থী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে প্রথম বর্ষে অধ্যয়নরত। উল্লেখ্য যে, নির্জনা মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এবং মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাবেক সাধারন সম্পাদক মফিজুর রহমান মফিজ এবং জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক সাহিদা খাতুনের একমাত্র মেয়ে। বিজয় অর্জনের পর মেহেরপুর জেলার উচ্চস্থানীয় সকল মানুষ এবং শুভাকাঙ্ক্ষীরা নানা মাধ্যমে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী ড. দীপুমনি সহ আরো বেশ কয়েকজন সংসদ সদস্যবৃন্দ নির্জনাকে অভিনন্দন জানিয়ে তাদের ভেরিফাইড ফেসবুক প্রোফাইল থেকে তার তিন মিনিটের সেই অসাধারন বক্তব্যটি প্রচার করেছেন। নির্জনা এর আগেও বিভাগীয় ও জাতীয় বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় তার সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। আমরা সকলে এভাবেই তার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।
নির্জনার পিতা মফিজুর রহমান তাঁর মেয়ের এ কৃতিত্বে আপ্লুত হয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, এ গৌরব মেহেরপুরের। এ গৌরব আমাদের সকলের। তার এ সফলতার জার্নি যেন অব্যাহত থাকে। তার জন্য মেহেরপুরবাসীরকাছে দোয়া কামনা করছি।

গাংনীতে যথাযথ মর্যাদায় মহান

বিজয় দিবস উদযাপন

মেহেরপুরের গাংনীতে স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি ও ১৬-ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ভোর বেলায় ৫০বার তোপ ধ্বনির মাধ্যমে শুরু হয় বিজয় দিবস উদযাপন কার্যক্রম।
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, প্রশাসনের বিজয় প্যারেড, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কুচকাওয়াজ এবং পুরুস্কার বিতরনীর মাধ্যমে শেষ হয় আনুষ্ঠানিক পর্ব।
গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমি খানমের সভাপতিত্বে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত উপজেলা প্রশাসনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক, পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী, সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসেন, গাংনী উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাড. জুয়েল, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন।